Mao-On New Democracy.

চীন ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশে পরিবর্তনের ফলে বিশ্বের বিপ্লবী-চিন্তার পরিবর্তিত হয়, এই বিপ্লব মূলত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, কিন্তু এই বিপ্লবের বাস্তব কাজ হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথকে উন্মুক্ত করা। আসলে এই বিপ্লব প্রাচীন বুর্জোয়া বা গণতান্ত্রিক বিশ্ব-বিপ্লবের অংশ নয়, এই বিপ্লব হল নতুন ধাঁচের বিপ্লব যার

সোভিয়েত সমাজের শ্রমিকশ্রেণী এবং তার সমস্ত জনগণের বিপ্লব-বিজয়ের সংকল্প।

নয়াগণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :-

(i) নতুন বিপ্লবের সমাজ প্রতিষ্ঠা :- এই বিপ্লবের প্রথম লক্ষ্য হল নয়া গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। মাও সে তুং এর মতে চিনের প্রকৃতি গণতন্ত্র। এই গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যতন্ত্র হবে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সামন্ত সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তির যৌথ একনায়কত্ব।

(ii) নয়াগণতন্ত্র একটি অন্তবর্তী স্তর :- এই একনায়কত্ব সোভিয়েতের বা পশ্চিম ইউরোপের বুর্জোয়া একনায়কত্ব নয়। আবার সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব ও নয়। এই স্তর হল অস্থায়ী ও যুক্তি পরিবর্তনশীল। চিনের মত উপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে উপযুক্ত।

(iii) নয়াগণতন্ত্রে চিনের সোভিয়েত গুরুত্ব :- মাও সে তুং নয়াগণতন্ত্রে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন কোমিনটাং কমিউনিস্ট যৌথ বুর্জোয়াদের সাথে যুক্তফ্রন্ট গঠন করার কথা বলেছে তাদের সাথে একত্রে সরকার গঠন করা

Scanned with CamScanner

মুক্তি যুক্ত নয়। কারণ পুঁজিবাদীর সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ করতে থাকে। কিন্তু মার্কস বলেছেন যে দ্বন্দ্ব একটি পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া।

(iv) নয়া মার্কসবাদ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একটি প্রক্রিয়া :- মার্কস এর নয়া মার্কসবাদে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একটি সমালোচনার মাধ্যম করা হয়। কিন্তু বাস্তবে পুঁজিবাদ কুক্ষি নয় পুঁজিবাদী আবার সমাজতন্ত্র গঠনের পথে বাধা তৈরি। মার্কস একথা স্বীকার করে বলেন বাস্তবে এই স্তর ক্ষুদ্রাকার সমাজতন্ত্র উত্তরণে একটি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা।

(v) বিশ্ব অর্থনীতির অর্থনীতির জন্য একটি বিশেষ উপায় মার্কসবাদ :- মার্কস সমাজতন্ত্রের অন্তর্নিহিত যুদ্ধে অর্থনীতির অর্থনীতিতে একমাত্র সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভব নয়। সমাজ প্রগতির পরিবর্তন নিয়ম অনুসারে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক স্তর পার হয়েই এ সমাজতন্ত্র গঠন সম্ভব।

উপসংহার :- সুতরাং নয়া মার্কসবাদ হল শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অর্থাৎ যা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র উত্তরণের অন্তর্বর্তী এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা

Scanned with CamScanner

Theory

Normative Approach. (নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি বা আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গি)

⇒ ভূমিকা :- রাজনৈতিক ঘটনাবলি মূল্যমানভিত্তিক বা নীতি-নৈতিকতার আলোকে বিশ্লেষণ করা হয় যে দৃষ্টিভঙ্গিতে তাকেই বলে নীতিগত বা আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। সুপ্রাচীন কাল থেকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্য দেখা যায়। রাষ্ট্র বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য বা আদর্শ কী হওয়া উচিত — সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করাই হল এই দৃষ্টিভঙ্গির মূল উদ্দেশ্য।

উদ্ভব ও প্রবক্তা :- প্রাচীন রাজনৈতিক চিন্তাবিদ মূল্যবোধ ভিত্তিক, আদর্শ আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল-এর রচনায় নীতিগত বা আদর্শ দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের দ্বারা বিভিন্ন মূল্যবোধ ভিত্তিক রাষ্ট্র চিন্তার প্রসার দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটল ছাড়াও প্লেটো, টি.এইচ.গ্রীন, জন লক, রুশো, [illegible], হেগেল, বার্কার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

Scanned with CamScanner

নীতি-নির্ধারক উত্তর-আচরণবাদের প্রবক্তাদের মধ্যে বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হলেন ডেভিড ইস্টন, গ্রীন, ক্রিশ্চিয়ান, বে-লোয়েন্স, হিচনার, হ্যারল্ড লাসওয়েল প্রমুখ।

প্রধান উদ্দেশ্য ঃ- নীতিবদ্ধ বা নীতিমালা সম্বন্ধে উত্তর-আচরণবাদের প্রধান উদ্দেশ্য হলো — রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে তত্ত্বের সাথে একটি মূল্যমান যুক্ত-বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত করা। এই উত্তর-আচরণবাদের প্রবক্তারা মনে করেন রাষ্ট্র বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে মূল্যমান নিরপেক্ষ বা মূল্যবোধহীন বা Value free হতে পারে না। তাদের মতে রাজনৈতিক তত্ত্ব সুনির্দিষ্ট বাস্তব বিশ্লেষণের একটি সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মূল বক্তব্য ঃ- নীতিবদ্ধ বা নীতিমালা সম্বন্ধে উত্তর-আচরণবাদের মতে রাষ্ট্র মূলত একটি প্রতিষ্ঠান, যার উদ্দেশ্য হলো মূল্যবোধ রাষ্ট্র মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, মূল্যবোধের ন্যায় নীতির আদর্শ রাষ্ট্র ও আদর্শ সমাজ। প্রচলিত কাঠামো ভেঙে নতুন একটি আদর্শ সমাজ ও আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থার দাবি করা হয়েছে।

নীতিমূলক বুদ্ধিদীপ্তিতে প্রবন্ধকারের সাথে বিশ্বের অনেকজনের নাম পাওয়া যায়, যেমন, হেগেল, কান্ট, রুশো, বেনথাম, মিল, [illegible], গ্রীন, [illegible], আরবাইন প্রমুখ।

<u>প্রধান উদ্দেশ্য</u> ঃ বুদ্ধিবৃত্তি বা নীতিমূলক রচনায় বুদ্ধিদীপ্তির প্রধান উদ্দেশ্য হল— রাজনৈতিক তত্ত্বের সাথে একটি মূল্যবোধ যুক্ত করার প্রতিষ্ঠা করা। এই বুদ্ধিদীপ্তির প্রবন্ধকারের মতে কারণ রাষ্ট্র বিজ্ঞানের আলোচনার অংশ হিসেবে মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বা মূল্যবোধহীন বা Vallu free হতে পারে না। তাদের মতে রাজনৈতিক তত্ত্ব সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্র বিজ্ঞানের একটি সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

<u>মূল বক্তব্য</u> ঃ বুদ্ধিবৃত্তি বা নীতিমূলক রচনাকার বুদ্ধিদীপ্তি প্রবন্ধকারের মতে রাষ্ট্র হলো একটি প্রতিষ্ঠান, যার উদ্দেশ্য মূল্যভিত্তিক হলো মূল্যবোধ, রাষ্ট্র মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, মূল্যবোধের সাথে ভবিষ্যৎ আদর্শ রাষ্ট্র ও আদর্শ নাগরিক। এদের রচনা থেকে আমরা একটি আদর্শ সমাজ ও আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থার চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে।

Main Features:- ট্রুম্যান কে যে নীতি গ্রহণ করেন মার্কিন নীতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশ হল নিম্নে বিবৃত হল —

(ক) সাম্যবাদ বিরোধী এক গুরুত্ব প্রতিরোধ।

(খ) অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি।

(গ) গ্রীস তুরস্কের সাহায্যের অঙ্গীকার।

(ঘ) বামপন্থী বিপ্লবের প্রসারের প্রতিরোধ।

(ঙ) রাষ্ট্রীয় স্বার্থের সুরক্ষা ব্যবস্থা।

মার্শাল পরিকল্পনা :- মার্শাল পরিকল্পনার আসল লক্ষ্য ট্রুম্যান নীতির মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির বাণিজ্যিক দিক বিস্তার ও বিভিন্ন দেশ মার্কিন সাহায্য কোনো কিছুর প্রত্যক্ষ করার প্রয়োজন থাকে না। এজন্য এখানে সামর্থ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাদের সাহায্য দেয়, ট্রুম্যান নীতির মার্কিন নীতির বহু পরিকল্পনার মাধ্যমে রাষ্ট্র বিভিন্ন পরিকল্পনার এবং গুরুত্ব ও অর্থনৈতিক যে কোনো সমস্যার সমাধান করার প্রয়োজন এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে আসে তাদের সাহায্য বিভিন্ন কার্যকলাপের সাম্যবাদী সোভিয়েত ও গুরুত্ব লাভ উন্নত বৃদ্ধি ও তাদের সাহায্য নিয়ে সোভিয়েত এর সোভিয়েতের প্রতিরোধ অর্থনৈতিক

Scanned with CamScanner

What according to marx are the Successive stages of devolopment of human socity. Discuse in brife the nature and characteristies of the phase of devolopment. How douse it differ from capitalist System.

↓

বাংলা

মার্কসীয় ব্যাখ্যায় সমাজের উৎপত্তির ক্রমবিকাশ আলোচনা কর। সমাজতান্ত্রিক স্তরটির প্রকৃতি বিষয় এবং বৈশিষ্ট্যগুলি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে কোথায় আলাদা তা আলোচনা কর। 4+7+4=15

ভূমিকা :- মার্কস-এঙ্গেলসের মতে সমাজ বিকাশের ধারা বিজ্ঞানসম্মত ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী মানবসমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায় আলোচনা করে। মার্কসের মতে, উৎপাদন ব্যবস্থা এবং উৎপাদিকা শক্তির উপর নির্ভর করেই সমাজের পরিবর্তন হয়। এক সমাজ ব্যবস্থা থেকে অন্য এক সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণ ঘটে শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ... মার্কসের মতে এই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সামাজিক বিকাশ। আর এর মধ্যে শ্রেণীবিহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চিন্তা ও দর্শনের আবির্ভাব ঘটেছে সমাজের বিকাশে।

* সমাজ বিকাশের ক্রমিক পর্যায় :- মার্কস ও এঙ্গেলস দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণ অনুসারে মানবসমাজের ঐতিহাসিক ক্রমিক পর্যায় বিভক্ত করেছেন।

(i) আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা।
(ii) দাস সমাজ ব্যবস্থা।
(iii) সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা।
(iv) ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা।

(v) সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা।

(vi) সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা।

(i) আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা :- সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম মানব গোষ্ঠীর জন্ম থেকে বিভিন্ন শ্রম পদ্ধতি উৎপাদন উপকরণের কোনো না কোনো সমাজব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। মার্কসের মতানুসারে উৎপাদন উপকরণের মালিকানা মানব সমাজের প্রগতি এটি কার্যকর পর্যায় হল ৫ টি যুগের অর্থসামাজিক বিবর্তন। উৎপাদন শক্তির বিকাশের স্তরের সাথে সম্পর্কিত সম্পূর্ণ উৎপাদন সম্পর্কের প্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে এই ৫ টি যুগের অর্থসামাজিক বিকাশের পরিবর্তন ঘটে।

(v) সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা :- পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় পুঁজি বিনিয়োগে মুনাফা অর্জিত ও মুনাফার শ্রমিক শ্রেণী শোষিত এবং শ্রমিক সমাজের নিযুক্ত হয়। মুনাফা বা পুঁজির দুটি অংশ অপরিবর্তনীয় অংশ এবং পরিবর্তনীয় অংশ (constant capital or variable capital)। কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির জন্য ব্যয় হল অপরিবর্তনীয় অংশ এবং শ্রমিকের মজুরি হল পরিবর্তনীয় অংশ। এই সময় মুনাফার অপরিবর্তনীয় অংশ পরিবর্তনের অংশ থেকে বৃদ্ধি পায়। ফলে উদ্বৃত্ত মূল্যের হ্রাস পায়, এবং পুঁজিবাদী সমাজের অবসান হয় ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের আবির্ভাব হয়।

Scanned with CamScanner

(iii) সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য :- সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় উদারনৈতিক বা উদারতান্ত্রিক নীতির উপর সাংবিধানিকতা আবশ্যিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যক্তি মত প্রকাশের স্বাধীনতা থেকে শুরু করে সামগ্রিক ভাবে সংরক্ষিত ব্যক্তির অধিকার সমস্ত গণতান্ত্রিক ক্ষমতাকেন্দ্রিক হল সংসদীয় গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য। ব্যক্তি স্বাধীনতার স্বার্থে উদারনৈতিক ব্যবস্থা ও নীতি প্রণালী এই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে প্রকাশিত হয়। এখানে কোনরূপ একনায়কতন্ত্রী শোষণমূলক কোনো স্থান থাকে না। তবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই প্রধান একমাত্র নয়। সাংবিধানিক আইনের দ্বারা সংসদীয় গণতান্ত্রিক উদারনৈতিক ব্যবস্থার দায়িত্ব, সংসদীয় গণতন্ত্র রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট এবং প্রয়োজনে আইনসভায় দ্বারা হয়। বর্তমান বিশ্বে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের আদর্শে সংসদের নির্বাচনের ব্যাপারে সচেতন, প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে সংসদীয় ব্যবস্থায়, জনসাধারণের বিশ্বাস ও নির্ভরতা, সর্বজনীন ভোটাধিকারের স্বীকৃতি। এক্ষেত্রে সংসদীয় সাংবিধানিক রাজনৈতিক উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। এই ভাবে সংসদীয় গণতন্ত্রে সাংবিধানিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়। সংসদীয় গণতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান সর্বক্ষেত্রে নামমাত্র থাকে। সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রকৃত ক্ষমতার কেন্দ্রে মন্ত্রীসভা থাকে। সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রকৃত ক্ষমতার ~~কেন্দ্রে থাকে~~ মন্ত্রীসভা এবং সংসদীয় গণতান্ত্রিক দলের কার্য নিযুক্ত থাকে।

(iv) **সর্বহারা শ্রেণির একনায়কতন্ত্র** :- সমাজতন্ত্র হচ্ছে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা থেকে সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার উত্তরণের একটি অন্তর্বর্তী পর্যায়। এই পর্যায়ে সর্বহারা শ্রেণির একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্র ক্ষমতা এই সর্বহারা শ্রেণির হাতে থাকে এবং তার প্রতিনিধিরা সরকারেও নিযুক্ত থাকে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রধান হল সমাজতান্ত্রিক দেশের বুদ্ধি ও সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নয়ন।

(৫) **সমাজতান্ত্রিক সমাজের মূল বৈশিষ্ট্য** :- সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে—

(a) সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানের ব্যক্তি-গত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা থাকে।

(b) পূর্ববর্তী অন্যান্য সমাজ-ব্যবস্থার মত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোনো পরশ্রম-ভোগী শ্রেণি থাকে না। এই ব্যবস্থায় বলা হয় সমাজ পরিচালনার নীতি হল:— যে কাজ করবে না, সে ~~খেতে~~ খেতেও পাবে না।

(c) সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন ব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মত সুনির্দিষ্ট শোষক শ্রেণি পরিবর্তে সংখ্যাগরিষ্ঠ সর্বহারা শ্রেণির হাতে

Scanned with CamScanner

থাকে।

(d) সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক নীতিসমূহের প্রবর্তন করে এবং প্রতিক্রিয়া-শীল শক্তি সমূহকে দমন করে।

(e) এই ব্যবস্থায় শ্রেণী শোষণ বা শোষণের পুঁজিপতি-ব্যবস্থা থাকে না। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী শত্রু বিরোধী ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের প্রসারের জন্যে সক্রিয় কাজে নিযুক্ত করে।

(f) সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

(g) এই ব্যবস্থায় নারী-পুরুষ সমঅধিকার সম্পূর্ণ। সমাজ-তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব থাকে না।

লেনিন বলেছেন — "The Dictatorship of the Proletariat means democracy for the people and dictatorship over the capitalists".

(vi) <u>সাম্যবাদী গণতন্ত্র</u> ঃ- সাম্যবাদী গণতন্ত্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্র রাজনীতি বলতে কিছু থাকবে না। সমস্ত-বিরোধ মিটিয়ে শ্রেণী বিভেদ থাকবে না। সাম্যবাদী-সমাজে এই পর্যায়ে প্রত্যেক ব্যক্তির বিকাশের মাধ্যমে সকলের ব্যক্তির বিকাশ সম্ভব হয়, বস্তুত সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার মাধ্যমে সাম্যবাদী গণতন্ত্র ব্যবস্থায় উত্তীর্ণ হবে, এবং তা সর্ববিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়।

Scanned with CamScanner

সমাজতান্ত্রিক সমাজের সাথে পুঁজিবাদী সমাজের সম্পর্ক পার্থক্য :-

(i) সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত মূল্য বলে কিছু থাকে না। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজে উদ্বৃত্ত মূল্যের উপর নির্ভর করে শ্রমিক শ্রেণী তথা তাঁদের মজুরের সার্বিক করেন।

(ii) সমাজতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্র প্রোলেতারিয়েত শ্রেণীর হাতে থাকবে। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে পুঁজিবাদী শ্রেণীর হাতে থাকবে।

(iii) সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণি দ্বন্দ্ব কাজ করে না, এমনকি শোষণও সম্ভবপর না। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজে এই নিয়ম কার্য করে চলে না, ফলে শ্রমিক শ্রেণীর উদ্বৃত্ত মূল্যের উপর নির্ভর করে সমাজ পরিচালিত হয়ে থাকে।

(iv) সমাজতান্ত্রিক সমাজের উৎপাদনের উপকরণ শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর আয়ত্তে থাকে, অপরদিকে পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদনের উপকরণ এবং উৎপাদন সংক্রান্ত সুবিধায় মালিকশ্রেণীদের হাতেই থাকে।

(v) সমাজতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্র একটি বিশেষ শ্রেণি স্বার্থে শাসন করে। অপরদিকে পুঁজিবাদী সমাজে রাষ্ট্র শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ করে এবং সামগ্রিক নিপীড়ন এবং পুঁজিপতিকে বিভিন্ন ভাবে নিগৃহীত করে।

(vi) সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন প্রকৃতি সামাজিক প্রকৃতি হয় এবং সমাজের সকল কাজের সম্পত্তি বন্টনের থাকে। পুঁজিবাদী সমাজে সুবিধায় পুঁজিবাদী শ্রেণি এই সুবিধা ভোগ করে।

সমালোচনা ঃ উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা বোঝা যায় যে, কার্ল মার্কস সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ও সাম্যবাদী সমাজের যে কল্পনা করেছেন সেগুলোই বাস্তবে রূপায়িত হতে পারেনি। কারণ তাতে মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, কোনো কিছু থাকে না। পুঁজিবাদী সমাজের বর্তমান অনেক উন্নতির প্রকৃতি এবং প্রক্রিয়া ভবিষ্যত তারা নিজেকে শক্তিশালী করে তুলেছে। মার্কস যে পুঁজিবাদী সমাজ দেখে গেছিলেন 1850-60 সালে তাহার বর্তমান এর অনেক উন্নতি। মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর জন্য নানা রকম সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করে নিজেকে সংশোধিত করেছে।

* Theory *

(3) (A) Define of law. discuss the nature of law with reference to the major schools of jurisprudence:

ভূমিকা ঃ- আইন সমাজের এমন একটি সংস্থা যাকে বাদ দিলে সমাজ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে। আইনের অস্তিত্ব সমাজের স্থিতিশীলতাও সেইসাথে বজায় রাখবে। কোন সমাজে উচিত অনুচিত, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্য প্রভৃতি সমস্যা সম্পর্কিত নিয়মাবলীকে লিপিবদ্ধ হিসাবে ধরা হয়। রাষ্ট্র বিজ্ঞানে কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে আইন কথাটি প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ এখানে কেবল রাষ্ট্রীয় আইন নিয়ে আলোচনা করা হয়। তবুও আইনের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি নিয়ে রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্যের শেষ নেই।

আইনের কার্যকর রূপ ঃ বিচারালয়ের সুনির্দিষ্টতা

আইন হল সার্বভৌমের নির্দেশ, যেটি একটি সংকলিত বিধান। রাষ্ট্রনৈতিক সমাজে মানুষের সমাজে বহু রীতিনীতি, লোকাচার প্রভৃতি প্রচলিত থাকে যা সাধারণভাবে আইনের মতো মান্যতা পায় ও কার্যকরী হয়। কিন্তু এগুলিকে সার্বভৌমিকতার আদেশ বা নির্দেশ বলা যায় না। আইন সংকলিত বিধিসমূহকে ও রাষ্ট্রনৈতিক বিধান সম্পর্কে প্রযোজ্য। আদালতের দ্বারা -র্দেশ রাষ্ট্র শক্তি উড্রো উইলসনের সংজ্ঞায় বলি-ত হয়। আইন সম্পর্কে উইলসনের সংজ্ঞা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উইলসনের মতে, আইন হল স্থায়ী চিন্তাধারা ও অভ্যাসের সেই অংশ যা সার্বজনীন নিয়মাবলির রূপ-কে সুস্পষ্ট এবং আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং যার পিছনে সরকারের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা বর্তমান। উইলসনের মতো সমর্থনে আরও অধ্যাপক গেটেল বলেছেন –"Only those Rules which the State criates which is recagnisesa and enforcess becom-es law" সুতরাং আইন হল রাষ্ট্রনৈতিক আদেশ কার্যকর ও নিয়ন্ত্রণের সুনির্দিষ্ট নীতি বিধি স্বরূপ। এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনৈতিক আদালতের ভূমিকা রয়েছে। এই সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হলে হয়তো আইনের বিচারে কার্যবিধির সাহায্যের সমর্থন আবশ্যক

Scanned with CamScanner

আইন সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদ ও ধারণা ঃ-
বিভিন্ন রাষ্ট্র বিজ্ঞানী ও আইনবিদ বিভিন্ন যুক্তি থেকে আইন সম্পর্কে সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন যথা—

(i) বিশ্লেষণ মূলক মতবাদ ঃ- এই মতবাদের প্রবক্তা অস্টিন, বেন্থাম, হবস, হল্যান্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আইন সম্পর্কে এই বিশ্লেষণ প্রদান করেন। তাদের মতে কতগুলি কাজ করার এবং কতগুলি কাজ না করার সার্বভৌমের আদেশ হল আইন। এই মতবাদ অনুসারে সার্বভৌমের শক্তি আইনের উৎস এবং ভিত্তি ও রক্ষক। বিশ্লেষণ মূলক মত হিসাবে হল আইন -মত বিধানে আইনের মূল ভিত্তি হল আইন সার্বভৌম রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ প্রতি প্রণীত, আইন হল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রযুক্ত হয়। আইন রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার সঙ্গে সম্পর্ক এবং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার চরম ও অসীমতার প্রকাশ।

(ii) ঐতিহাসিক মতবাদ ঃ- এই মতবাদ অনুসারে ঐতিহাসিক বিবর্তনের মাধ্যমে যে সকল রীতি-নীতি উদ্ভূত হয় তার থেকে আইনের সৃষ্টি হয়। সার্বভৌমের নির্দেশে আকস্মিক ভাবে আইনের সৃষ্টি হয়নি। আইন হয় প্রচলিত হল অনুগত জনগণ ও সমাজগত কারণে মানুষ আইন মেনে চলে। প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত বিভিন্ন প্রথা, রীতি-নীতি, মানুষের ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে ধীরে ধীরে আইনের সৃষ্টি হয়েছে। এগুলি কালক্রমে রাষ্ট্র কর্তৃক বিধানের স্বীকৃত ও প্রযুক্ত হয়েছে। একারণে কোর্ট কাছে আইনের

পরিবর্তন ঘটে তেমনি বিভিন্ন যুগের সমাজ -ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের আইনের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। মতে আইন প্রণয়ন রাষ্ট্রের কাজ নয়। রাষ্ট্রের প্রকৃত কাজ হল আইনের যথার্থ উপলব্ধি ও তার প্রয়োগ।

(iii) দার্শনিক মতবাদ :- এই মতবাদের ভিত্তি মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে আইনকে আইনের নৈতিক বিচারের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়। তা হয় যে আইনের উদ্দেশ্য অর্থাৎ উদ্দেশ্য প্রয়োজন ব্যতীত আইন বস্তু নিরপেক্ষ। এই মতবাদ প্রকৃত আইন ব্যবস্থাকে নৈতিকতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করার এবং ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে উদ্দেশ্য আইন ব্যবস্থায় পরিণত করার কথা বলে। এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের ~~কর্তব্য হল~~ কর্তব্য হল যথার্থ আইনের সঠিক নির্ধারণ এবং দার্শনিক মতবাদে নির্ধারণ করার প্রয়োজন। প্রাচীন কালে গ্রীসদেশের স্টোইক (Stoic) দার্শনিকগণ প্রকৃতি নির্ভরশীল উদ্দেশ্য আইন কথা মনে করতেন। Aristotle-এর মতে আইন হল সামাজিক প্রয়োজনের প্রকাশ। সক্রেটিস দার্শনিক সুতরাং আইনকে সামাজিক ইত্যাদির প্রকাশ বলে একটি সংকলন। হেগেল আইনকে অর্থাৎ নৈতিক প্রকাশ বলে অভিহিত করে -(হেগেল)।

(iv) তুলনামূলক মতবাদ :- বিভিন্ন দেশের অতীত সমাজের এবং বর্তমান সমাজের বা দেশের আইন -সমূহের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে আইনের সঠিক সম্পর্কে অনুসন্ধান করাই হল

এই মতবাদের উদ্ভব। বস্তুত পক্ষে আইনের প্রকৃতি আলোচনার ক্ষেত্রে এই মতবাদটি তুলনামূলক প্রকৃতি নিয়েছে। বিভিন্ন দেশের আইনের প্রকৃতি নির্ণয়ের ও তুলনা করে এই মতবাদে আইনের প্রকৃতি সম্বন্ধে সামগ্রিক ধারণা লাভের চেষ্টা করা হয়। উল্লেখযোগ্য এই মতবাদের প্রবক্তা হিসাবে প্রবক্তা। এই মতবাদ খুবই যুক্তিযুক্ত নয়। তবে আইনের প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো মতবাদটির অবদান যে অস্বীকার করা যায় না।

(৫) **সমাজবিজ্ঞান মূলক মতবাদ :-** আইনের সমাজবিজ্ঞান মূলক মতবাদ হল আইনের প্রকৃতি বিজ্ঞান মূলক মতবাদ হল আধুনিক মতবাদ। মূলত বিংশ শতকের প্রথম থেকে এই মতবাদ উদ্ভব ঘটে। জন ডিউই সমাজতত্ত্ববিদ উল্লেখযোগ্য এই মতবাদের প্রবক্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সমাজের প্রয়োজন। এই মতবাদ অনুসারে বিভিন্ন সমাজ জীবন উপাদানের সমন্বয় হিসাবে বিভিন্ন সমাজ সামাজিক প্রয়োজনে আইনের আইনের সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ সামাজিক প্রয়োজনেই হল আইনের উৎস। সমাজবিজ্ঞান মূলক ধারণা অনুসারে আইন রাষ্ট্রীয় শক্তি থেকে স্বাধীন। রাষ্ট্র সৃষ্টির অনেক আগে উৎপত্তি। এই মতবাদ অনুসারে আইনের সার্বভৌমত্বের কথা বলেন সমাজবিজ্ঞানীরা। সামাজিক কল্যাণ যেখানে যেখানে আইন কার্যকরী হওয়া উচিত সেখানে এই মতবাদের মূল দিক হিসাবে গণ্য করা হয়। আইনের উৎস অনুসারে প্রত্যেক সমাজের অধিকার (Sen-set of Right) অর্জনের লক্ষ্যে আছে, আইনের সামাজিক উপযোগিতার আইনের প্রতি আনুগত্যের প্রয়োজন করে।

Scanned with CamScanner

(ঘ) মার্কসীয় মতবাদ :- মার্কস ও মার্কসবাদীগণ বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে আইনের উৎপত্তি ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের মতে, সমাজের বিত্তবান শ্রেণীর শোষণের স্বার্থে বস্তুবাদী নিয়ম-কানুনই আইন হিসাবে প্রচলিত হয়। আইন হল শ্রেণী স্বার্থের রাষ্ট্রীয় প্রকাশ। সমাজের বিত্তবানের শ্রেণি স্বার্থেই সমাজের উৎপাদন শক্তির সম্পর্কের উপর ভিত্তি করেই রাষ্ট্রীয় আইন প্রণীত হয়। সমাজতান্ত্রিক প্রকৃতির শ্রেণি পর্যায় উৎপাদন ও উপাদানের মালিকানা যে শ্রেণীর হাতে থাকে তারাই হল প্রভুত্বকারী শ্রেণী বা শাসক শ্রেণী। তারাই নিজেদের শ্রেণী স্বার্থে উপযোগী রাষ্ট্রীয় শোষণ এবং নিজেদের স্বার্থবাহী যে সকল নিয়ম কানুন তৈরি করে সেগুলোই আইন হিসাবে কার্যকরী হয়। মার্কসীয় দর্শন অনুসারে রাষ্ট্রের প্রকৃতির সঙ্গে আইনের প্রকৃতি অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই কারণে রাষ্ট্রের প্রকৃতির মতোই আইনের প্রকৃতি শ্রেণিভিত্তিক। সমাজের বিবর্তনের বৈশিষ্ট্যমূলক পর্যায়ে শোষক শ্রেণিগুলোর হাতিয়ার হিসাবে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে। সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তরে সমাজের প্রতিপত্তিশালী শ্রেণী নিজেদের স্বার্থে আইন প্রণয়ন করেছে এবং রাষ্ট্রশক্তির মাধ্যমে তা বলবৎ করেছে। শোষণ ও প্রয়োগ করেছে। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে আইন প্রকৃতি এতদিন বিকাশমূলক হয়ে আছে। কিন্তু শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজে আইনের বিলোপ ও ন্যায় নীতির প্রতিষ্ঠা হতে পারে।

মূল্যায়ন ঃ- সমালোচকদের মতে বহুত্ববাদ অসঙ্গতি-
পূর্ণ অবাস্তব ধারণা ছাড়া কিছু নয়। তাদের মতে
সমাজে সংঘগুলির সহযোগিতার ভিত্তিতে
সমাজের ক্ষমতা বন্টিত সম্পূর্ণ অবাস্তব কল্পনা।
এবং কোনো স্বার্থ ও কোনো দুর্বল-ই হবে প্রতিষ্ঠানের
স্বতন্ত্র আদর্শ থাকবে। তথাপি বহুত্ববাদ রাষ্ট্রের
সর্বব্যাপী ক্ষমতার সমালোচনা। তবে তথাপি
সংঘগুলির সমাজ জীবনের গুরুত্ব এবং রাষ্ট্রের
সার্বভৌমত্বের ক্ষমতা সীমিত করার ক্ষেত্রে ইহার গুরুত্ব
অনেক একেবারে অস্বীকার করা যায় না।
তবে প্রকৃতি অনুসারে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিক ক্ষমতার
বাধার ও বিরোধের আঘাত। আন্তর্জাতিকতাবাদের এই
ধারণা বর্তমানে ঐতিহাসিক ভাবে স্বীকৃত।

Theory

① Critically Discuss the monistic view of Sovereignty. (সার্বভৌমিকতার একত্ববাদী তত্ত্ব সমালোচনা সহ ব্যাখ্যা কর)

ভূমিকা ঃ- একত্ববাদী যে তত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে তাকে সার্বভৌমত্বের ঐতিহ্যবাহী তত্ত্ব বলা যায়। এই তত্ত্ব প্রথম প্রবক্তা জাঁ বোদাঁ (1530-1596)। ইংল্যান্ডের খ্যাতি দার্শনিক টমাস হবস এর হাতেই এটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। আইনজ্ঞ ও চিন্তাবিদ জন অস্টিন এবং অস্টিন এই তত্ত্ব পূর্ণতা দান করেন। সার্বভৌমত্ব সম্পর্কিত এটি একত্ববাদী কোনো রাজনৈতিক তত্ত্ব নয়।

Scanned with CamScanner

সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে একটি আইনগত তত্ত্ব এবং
রাজনৈতিক তত্ত্ব বর্ণনা কর।

= একত্ববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে
সার্বভৌমত্ব =

একত্ববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সার্বভৌমত্বের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তাকে বলা হয়েছে রাষ্ট্রের ই প্রাধান্য সর্বোচ্চ আসনে ব্যক্তি গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠানের ও সব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সীমাহীন ও নিরঙ্কুশ। এই ক্ষমতা তাদের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, কারণ সার্বভৌম ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন ও বলবৎ করে। তবে এই ক্ষমতাকে সার্বভৌমত্বের অবিভাজ্যতার সাথে বর্ণনা করা হয়। হবস আইনকে সার্বভৌমের আদেশ বলে বর্ণনা করেন। একত্ববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সার্বভৌম ক্ষমতা সামাজিক সর্বোচ্চ ক্ষমতা। যে অন্য কোনো বাহ্যিক কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং সকল প্রকার অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত। কোনো রাষ্ট্র সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের অংশ অস্বীকার হতে পারে না। কারণ আইন বা যুক্তির দিক থেকে সার্বভৌম ক্ষমতার বিভাজ্য নয়। সার্বভৌমত্বকে বিভাজিত করার অর্থ, রাষ্ট্রকে বিভাজিত করা; হবস তাই সার্বভৌমত্বকে রাষ্ট্রের প্রাণের মূল বলে বর্ণনা করেন। এককথায় একত্ববাদী তত্ত্ব-

অনুসারে সার্বভৌম এক চরম অবিভাজ্য নিয়-
ন্ত্রণ ক্ষমতা সম্পন্ন কর্তৃপক্ষ। এক অস্টিনের সংজ্ঞানুসারে
সার্বভৌমত্বের এই বিশ্লেষণটি মূলত অস্টিন ও তাঁর সংজ্ঞা
অনুসারে [Lectures on Jurisprudence 1832]

যেহেতু জনগণের নির্দিষ্ট উর্ধ্বতন মানবীয় কর্তৃপক্ষ
অনুরূপ কোনো কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ
না করে এবং সমাজের অধিকাংশ মানুষের অভ্যাসগত
আনুগত্য লাভ করে তবে সেই নির্দিষ্ট উর্ধ্বতন
কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট সমাজের সার্বভৌম এবং নির্দি-
ষ্ট কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট সমাজে সার্বভৌম এবং উক্ত
সমাজ হচ্ছে রাজনৈতিক স্বাধীন রাজনৈতিক
সমাজ।

গুণ, বৈশিষ্ট্য
ত্রুটি সার্বভৌমত্বের বিরোধীতা:

প্রথম:- এই মতবাদ অনুসারে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট
মানবিক কর্তৃপক্ষ। অর্থাৎ ঈশ্বরের মতো বিমূর্ত ও
দৈব কর্তৃপক্ষের হাতে বা জনগণের হাতে কোনো
অনির্দিষ্ট সমষ্টির হাতে সার্বভৌমত্ব ন্যস্ত থাকে
না। একই সময়ে একাধিক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সার্বভৌমত্ব,
বহু সার্বভৌমত্ব বা সার্বভৌমত্বের বিভাজন কোন
ধারণা নেই।

সার্বভৌম আদেশ অবশ্যই পালনীয়:
দ্বিতীয়ঃ- সার্বভৌম আদেশদানের কর্তৃত্বের অধিকারী
হন।

অবাধ আনুগত্য:
তৃতীয়ঃ- তিনি সমাজের অধিকাংশের অভ্যাসগত
আনুগত্য লাভ করেন।

সার্বভৌম ক্ষমতা কেন্দ্র অবিভাজ্য:
চতুর্থঃ- কোনো রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা কোনো
একাধিক হাতে ন্যস্ত থাকে না; বাহিরে বা ভেতরের ব্যক্তির
অধীনে কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা সংগঠনের
(যেমন:- ভারতের জাতীয় কংগ্রেস NPC) হাতে

ক্ষমতাটি বর্তমান থাকে। অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতা অবিভাজ্য ক্ষমতা যাহা কাহারো দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত ও চূড়ান্ত।

প্রবক্তাদের রাষ্ট্রক্ষমতা নিরঙ্কুশ ক্ষমতা:

সংক্ষেপে বলতে গেলে একত্ববাদী তত্ত্ব অনুসারে রাষ্ট্র আইনের প্রণয়ন ও বলবৎ করার একমাত্র কর্তৃপক্ষ যেখানে একটি নির্দিষ্ট মানবিক কর্তৃপক্ষ সকল ক্ষমতার উৎস - সেই মানবিক কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা সব প্রকারের [illegible] রাষ্ট্র ক্ষমতা (State power) "একটি নিরঙ্কুশ সীমাহীন ক্ষমতা এবং ইহা হস্তান্তরের অযোগ্য একচেটিয়া অধিকারের উৎস"।

সমালোচনা: সার্বভৌমত্বের এই তত্ত্ব অবশ্য একত্ববাদী এবং বহুত্ববাদী দ্বারা সমালোচিত হয়েছে। এই সমালোচনার ফলে বহুত্ববাদী [illegible] কর্তৃত্ববাদী তত্ত্ব ল্যাস্কি ও ম্যাকাইভারের মতে বিকেন্দ্রীকরণ ও বিভাজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। তাঁরা একটি রাষ্ট্রের আইনগত ও রাজনৈতিক সকল ক্ষমতার নির্দিষ্ট ও নিরঙ্কুশ মানবিক কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকাকে স্বীকার করেন না। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার তত্ত্ব নিষ্ক্রিয় হয়েছে। বহুত্ববাদীদের মতে রাষ্ট্রের একমাত্র ভিত্তি নয় উভয় নীতিবাদের আইনের সার্বভৌম ও সকল আন্তর্জাতিক কাঠামোর মধ্যে যে আইনের একটি [illegible] সকল রাষ্ট্র নয়।